15.07.2021

এসো উত্তর লেখা অভ্যাস করি

প্রশ্ন ঃ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তর ঃ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।

প্রশ্ন ঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কোন গ্রিক পর্যটক ভারতে এসেছিলেন? তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর ঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম

প্রশ্ন ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল পাটলিপুত্র। বর্তমান নাম পাটনা।

প্রশ্ন ঃ চন্দ্রগুপ্তের পর কে মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন?

উত্তর ঃ চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন ঃ বিন্দুসারের পর কে মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন?

উত্তর ঃ বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন ঃ কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভের পর অশোক যুদ্ধত্যাগ করেছিলেন কেন?

উত্তর ঃ কলিঙ্গ যুদ্ধে সম্রাট অশোক জয়ী হন। এই যুদ্ধে বহু মানুষ হতাহত ও বন্দি হয়। যুদ্ধের হানাহানি ও মৃত্যু দেখে তিনি ব্যথিত হন। তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। তখন তিনি আর যুদ্ধ বিস্তার করতে চান নি। তিনি চিরতরের জন্য যুদ্ধনীতি ত্যাগ করেন। শান্তি ও বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। শান্তি ও অহিংসা ছিল তাঁর জীবনের মূল নীতি।

প্রশ্ন ঃ বিশ্বের ইতিহাসে অশোক-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

উত্তর ঃ অশোক ছিলেন বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্রাট। বিশাল শক্তির অধিকারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ করে শান্তি ও বন্ধুত্বের নীতি এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। শান্তি ও অহিংসা ছিল তাঁর জীবনের এছাড়া তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নানান উন্নয়নমূলক কাজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন তিনি সাম্রাজ্যের বাইরে বিদেশেও এগুলি করার চেষ্টা করেন। এক কথায় তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় এই সব কারণে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়।

• কুষাণ সাম্রাজ্য (আনুমানিক ১৫ — ১০১ খ্রিস্টাব্দ)

মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা স্বাধীন হয়ে উঠে সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট হয়। অবস্থা বুঝে বিভিন্ন বিদেশি জাতি ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে **গ্রিক, শক, পহ্লব, কুষাণ**-রা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এইসব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল **কুষাণ**-রা। কুষাণরা ছিল চিন দেশের যাযাবর **ইউ-চি** জাতির মানুষ

ভারতে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন **প্রথম কদ্‌ফিসিস্**। তিনি পার্থিয়া, কাবুল, পেশোয়ার এইসব স্থান দখল করেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর **দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্-ই ভারতে প্রথম কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন**। তিনি পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয়

জয় করে বারাণসী পর্যন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। তাঁর অন্যতম উপাধি ছিল **'মহেশ্বর'**।

দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্-এর পর **কণিষ্ক** কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। **এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক। তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু প্রদেশ, গান্ধার, অযোধ্যা, পূর্বভারত ও পাটলিপুত্র** জয় করেন। তিনি ভারতের বাইরেও রাজ্য জয় করেন। **'পুরুষপুর'** তাঁর রাজধানী ছিল। বর্তমান নাম **পেশোয়ার**। এছাড়াও তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং বহু **মঠ, স্তূপ, চৈত্য** প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে **গান্ধার শিল্পের** বিকাশ হয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক **অশ্বঘোষ,** দার্শনিক **নাগার্জুন,** চিকিৎসক **চরক,** শিক্ষাগুরু **বসুমিত্র** তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।

কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

কণিষ্কের মৃত্যুর পর কুষাণ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তা শেষ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। শেষে গুপ্ত বংশের রাজাদের হাতে কুষাণ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

এসো উত্তর লেখা অভ্যাস করি

প্রশ্নঃ কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তরঃ কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম কদ্‌ফিসিস্। তিনি চিন দেশের যাযাবর ইউ-চি জাতির যাযাবর মানুষ।

প্রশ্নঃ কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

উত্তরঃ কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক।

প্রশ্নঃ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কী ছিল?

উত্তরঃ কণিষ্কের সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম পুরুষপুর। বর্তমানে এর নাম পেশোয়ার।

প্রশ্নঃ কণিষ্কের আমলে কোন শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল?

উত্তরঃ কণিষ্কের আমলে ভারতে গান্ধার শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল।

IV ইতিহাস 15.07.2021 (Thursday)

১) 13.07.2021 -এর উত্তর :- (শূন্যস্থানের উত্তরগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হল) -
(ক) সম্রাট বিন্দুসার ; (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ; (গ) সেলুকাস ;
(ঘ) মেগাস্থিনিস।

২) (ক) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি যখন মগধের সিংহাসনে বসেন তখন মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাবের সীমানা থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত। তারপর ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটি গ্রিকরাজ্য তিনি অধিকার করেন গ্রিক শাসক সেলুকাসকে পরাজিত করে। এরপর পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ তাঁর দখলে আসে। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। তারপর একে একে তিনি গুজরাট, মালব, কোঙ্কণ প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। ভারতের দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের স্থাপনা করেন।

(খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাতি হলেন সম্রাট অশোক। তিনি ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী সম্রাট। তাঁর জীবনের নীতি ছিল অহিংসা ও প্রজাদের মঙ্গলসাধন। তাঁর প্রজাদের ভালোমন্দের খেয়াল তিনি সবসময় রাখতেন। তিনি প্রজাদের জন্য রাজপথ নির্মাণ করেন এবং ছায়া দেয় এমন কিছু গাছ লাগান সেই পথের দুধারে। এছাড়া কূপখনন, বিশ্রামাগার প্রভৃতি নির্মাণ করেন। মানুষ ও পশুপাখি উভয়ের জন্যই হাসপাতাল গড়ে তোলেন। এসব তিনি যে শুধু তাঁর নিজের দেশের জন্যই করেন তা নয় দেশের বাইরেও তাঁর এসমস্ত কীর্তির নিদর্শন আমরা পাই।